মার্কসবাদ হাতিয়ার

সূর্যকান্ত মিশ্র

মার্কসবাদ সর্বহারা বিপ্লবের মতবাদ। লেনিন বলেছিলেন, মার্কসবাদ সর্বশক্তিমান কারণ তা সত্য। সত্য বস্তুনিষ্ঠ বাস্তব বাদ দিয়ে মার্কসবাদ বিকশিত হতে পারে না। কোনো মনগড়া ধারণা নিয়ে নয়, বাস্তব সমাজে যা সত্য মার্কসের দৃষ্টিতে নির্মোহভাবে তাই তুলে ধরা হয়েছে। মানবসমাজ ও তার বিকাশের ধারাকে মার্কসের আগে অনেক দার্শনিকই নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু মার্কসই সর্বপ্রথম বলেন, 'দার্শনিকেরা বিশ্বকে নানাভাবে কেবল ব্যাখ্যাই করেছেন। কিন্তু আসল কথা হল, কীভাবে এর পরিবর্তন করতে হবে'। মার্কসবাদ সেই পরিবর্তনের পথ দেখিয়েছে। এখানেই মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকতা এবং এই কারণেই মার্কসবাদ কোনো আপ্তবাক্য নয়। মার্কসবাদ কর্মক্ষেত্রের পথনির্দেশিকা।

১৮৪৮ সালে কমিউনিস্ট লিগের কাছ থেকে দায়িত্ব পেয়ে কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস যখন 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার' দুনিয়ার সামনে হাজির করছিলেন তখন তাদের সব ধারণাই তারা নিজেরা মৌলিকভাবে সৃষ্টি করেছিলেন এমন নয়। বরং সেই সময়কালে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে আধুনিক ও শ্রেষ্ঠ তিনটি মতাদর্শগত ধারার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন মার্কস। এগুলি হলো জার্মানির চিরায়ত দর্শন, ইংল্যান্ডের অর্থশাস্ত্র এবং ফ্রান্সের কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের ধারণা। শূন্য থেকে নয়, বাস্তবতা বিবর্জিত নয়, উনবিংশ শতাব্দীর মানবজাতির প্রকৃতি ও সমাজ বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারগুলির বিকাশের ধারাবাহিকতায় মার্কসবাদের সৃষ্টি। সেদিক থেকে দেখলে মার্কসবাদ হল মানবসভ্যতার আদি থেকে পুঞ্জীভূত জ্ঞানসমষ্টির বিকশিত রূপ।

বস্তু আগে না চেতনা আগে, এই বিতর্কে হাজার হাজার বছর ধরে দার্শনিকরা মূলত দুভাগ হয়ে থেকেছেন ভাববাদী আর বস্তুবাদী শিবিরে। উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানিতে হেগেলবাদীদের মতামত খুব দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছিল। ফয়েরবাখের বস্তুবাদ চিন্তার জগতে বড় মোড় এনে দেয়। মার্কস এবং এঙ্গেলস ফয়েরবাখের চিন্তাকে ব্যবহার করে দেখালেন বস্তুই আদি, বস্তুর বিকাশের সর্বোচ্চ রূপ হলো চেতনা, মানব মস্তিষ্ক। বস্তুজগৎ, প্রকৃতি ও সমাজকে দেখার প্রশ্নে ফয়েরবাখের বস্তুবাদের সঙ্গে মার্কস বিকশিত করলেন হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্বকে। যা কিছু ঘটছে তাকে বিশ্লেষণের জন্য বস্তুবাদী দৃষ্টিতে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াকে যুক্ত করলেন। বস্তু মানেই গতি, গতির মধ্য দিয়েই পরিবর্তন। পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বস্তু ও সমাজজীবনকে বুঝতে হয়। প্রকৃতির নিয়মাবলীকে মানুষ বুঝতে বুঝতেই চলেছে। একবিংশ শতাব্দীতে প্রকৃতির সব নিয়ম মানুষ আয়ত্ত করতে পেরে গেছে তা নয়। কিন্তু নিরন্তর সে প্রচেষ্টা চলছে, সেই মতো মানুষও তার করণীয় নির্ধারণ করতে পারছে। পরিবর্তনের নিয়মকে আয়ত্ত করতে পারলে তবেই পরিবর্তনের লক্ষ্যে তা প্রয়োগ করা সম্ভব। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মতোই সমাজের পরিবর্তনেও এটাই সত্য।

মার্কসের হাতে পড়ে সেকেলে বস্তুবাদ এভাবেই সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হয়ে উঠলো দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ হিসেবে। মার্কস দেখালেন মানব সভ্যতার ইতিহাসে কীভাবে উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের ফলে পুরানো দ্বন্দ্বের বদলে নতুন দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়, পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তার সমাধান হয় এবং ফের নতুন দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। এভাবেই সমাজ ব্যবস্থা পালটে যায়। সামন্তবাদী ব্যবস্থা পালটে এভাবেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এসেছে এবং এভাবেই পুঁজিবাদের অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রের পথকে দেখিয়ে দিয়েছে। পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে তখন শিল্প কলকারখানার হাত ধরে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটছে। কিন্তু অর্থনীতিবিদরা তখন অনুসন্ধান করছিলেন পুঁজির উৎস কোথায়? কীসের থেকে সৃষ্টি হচ্ছে এত সম্পদ? কার্ল মার্কসই সর্বপ্রথম দেখালেন যে, পুঁজিবাদে শ্রমশক্তিই রূপান্তরিত হচ্ছে পণ্যে। শ্রমিকের যে শ্রমশক্তি ব্যবহার হচ্ছে তার সামান্য অংশ মজুরি হিসাবে শ্রমিককে দিয়ে উদ্বৃত্ত মূল্য আহরণ করা হচ্ছে। এই আত্মসাৎই পুঁজির মুনাফা। পুঁজিবাদ একটা নতুন যুগ নিয়ে এসেছে যেখানে বিপুল সংখ্যক মানুষের শৃঙ্খল ছাড়া হারানোর কোনো কিছুই নেই। এই নিঃস্ব মানুষরা বাজারে শ্রমশক্তি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। সেটাই তারা বিক্রি করে বেঁচে থাকে, আর পুঁজিপতিরা তা কিনে নিয়ে উৎপাদন করে। মার্কসের পূর্ববর্তী বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা যখন পণ্যের সঙ্গে পণ্যের সম্পর্কের উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন তখন মার্কস মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে তুলে ধরলেন। দেখালেন বাজারে পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে উৎপাদকদের মধ্যে সম্পর্ক কীভাবে নির্দিষ্ট হচ্ছে। মার্কস দেখালেন শ্রমিক তার শ্রম বেচে পণ্যের যে মূল্য তৈরি করছে পুঁজিপতিরা তার একটি অংশ উদ্বৃত্ত মূল্য হিসাবে আত্মসাৎ করে নিচ্ছে। শ্রেণি শোষণের অর্থনৈতিক রূপটি স্পষ্ট করলেন মার্কস।

উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাতের মাধ্যমে শুধু শ্রেণি শোষণকেই তুলে ধরা নয়, ক্ষুদ্র উৎপাদন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে বৃহদাকার উৎপাদন ব্যবস্থা, কৃষির পুরানো উৎপাদনকে ভেঙে নতুন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কীভাবে পুঁজির কাছে শ্রমিকের দাসত্ব কায়েম হচ্ছে, বাজারের প্রতিযোগিতায় কীভাবে সংকট তৈরি হচ্ছে এবং কর্মহীনতা ও অনিশ্চয়তা জনসাধারণের জীবনকে গ্রাস করছে তাও দেখিয়েছেন মার্কস। পুরানো ব্যবস্থা ভেঙে পুঁজির এই জয়জয়কারকে দেখাতে কোনো কুণ্ঠাবোধ করেননি তিনি। কিন্তু আসলে এই জয় যে ভবিষ্যতের পুঁজির উপরে শ্রমের বিজয়ের পূর্বাভাস সেটাই মার্কস দেখিয়েছেন। পুঁজিবাদের বাজারে শৃঙ্খল ছাড়া শ্রমিকদের হারানোর কিছু নেই, কিন্তু জয় করার জন্য আছে সারা দুনিয়া। আজকের দিনে যখন আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজি রাষ্ট্রের সীমানা ভেঙে সারা বিশ্বে পুঁজিবাদকে পরিচালনা করছে তখন দুনিয়া জয় করার জন্য 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' এই স্লোগান আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে ইউরোপে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা আসার সঙ্গে সঙ্গেই সমাজবিজ্ঞানীরা বুঝতে পেয়েছিলেন যে, মানুষের উপরে শোষণ ও পীড়নের কোনো সমাধান হল না, মানুষের মুক্তি অধরাই থেকে গেল। এরজন্য পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার নিন্দা, শোষণের মতো খারাপ কাজ, নীতিবহির্ভূত কাজ ত্যাগ করে এই সমাজের অবসান ঘটিয়ে শোষণ বর্জিত সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার আবেদন ইত্যাদি দেখা গেছে উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে। বিশেষত ফ্রান্সে এই কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের মতবাদ খুবই জোরালো ছিল। তাঁদের কল্পনায় সমাজতন্ত্রে শোষণহীন ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু এই দুনিয়াতে কীভাবে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব তা এই ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের মতবাদীরা বলতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদী সমাজে কোন্ সামাজিক শক্তি প্রচলিত ব্যবস্থাকে ভেঙে নতুন সমাজ গড়ে তুলতে পারে তা তাঁরা বুঝে উঠতে পারেননি। মার্কস-এঙ্গেলস শ্রেণি ও শ্রেণি সংঘাত আবিষ্কার করেননি। মানবসমাজে শ্রেণিসংগ্রামের কথা অবশ্য মার্কসের আগেই উচ্চরিত হয়েছে অনেকবার। কিন্তু কমিউনিস্ট ইস্তাহারই প্রথম ঘোষণা করলো শ্রেণি সংগ্রামই মানব ইতিহাসের চালিকাশক্তি, শ্রেণি সংগ্রামের হাত ধরেই প্রতিবার সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। এর সঙ্গেই মার্কস দেখালেন, বর্তমান অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনও সম্ভব একমাত্র শ্রেণি সংগ্রামের পথেই, লক্ষ্য শ্রেণিহীন সমাজ গঠন। ইউটোপীয় সমাজবাদের প্রবক্তারা ঠিক যেখানে এসে অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলছিলেন, প্যারি কমিউনের শিক্ষা বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে সেই পথটি মার্কস দেখিয়ে দিলেন। সমাজ পরিবর্তনের সুনির্দিষ্ট পথটি দেখিয়ে দেওয়ার মধ্যেই মার্কসের অবদান।

দেড়শো বছরেরও আগে মার্কস এঙ্গেলসের বলে যাওয়া সমাজ পরিবর্তনের সূত্রগুলি এর পরবর্তী সময়কালে প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্বের মানুষ দেখেছেন রাশিয়াতে নভেম্বর বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় প্রথম সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। সোভিয়েত ইউনিয়নের সেই সমাজের

পথ চলায় পরবর্তীকালের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলিও আজকের দুনিয়ার দেখা হয়ে গেছে। একবিংশ শতাব্দীর বাস্তবতায় বিংশ শতাব্দীর অনুকরণ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবে না, একথাও স্পষ্ট হয়ে গেছে। মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকতা এখানেই। মার্কসবাদ আমাদের শিখিয়েছে, শ্রেণিসংগ্রামের পথ ধরেই সমাজ পরিবর্তন হবে, কিন্তু তার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ করতে হবে এবং সেই অনুসারে এগোনোর পথ নির্দিষ্ট করতে হবে। আজকের বিশ্বে ধান্দার ধনতন্ত্র যখন সংকটে পড়ছে এবং অস্তিত্ব রক্ষার জন্য চরম দক্ষিণপন্থার আক্রমণ নামিয়ে আনছে মানুষের ওপরে তখন মার্কসবাদের মৌলনীতিগুলির প্রকৃত চর্চা ও উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এগোনোর জন্য প্রয়াসী হতে হবে। শেষ পর্যন্ত মার্কসবাদ তো শুধু দুনিয়াকে ব্যাখ্যা করার জন্য নয়, নিছক জ্ঞান চর্চার জন্যও নয়, সেটা সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার। হাতিয়ার হিসাবেই মার্কসবাদকে ব্যবহার করতে হবে।